

সঙ্কল্প

খচ্চরের পিঠে ওয়্যাগনস্টপে এসে পৌঁছল থমাস নাইট। ছয় ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা, ওজন হুশো দশ পাউণ্ড। কাঠের তৈরি চৌবাচ্চার কাছে নেমে তিনটে মাল-টানা খচ্চরের সাথে নিজেরটাকেও পানি খাওয়াচ্ছে সে। লোকজন অকৃত্রিম বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এমন পেশীবহুল সুগঠিত শক্তিশালী লোক সচরাচর দেখা যায় না।

মুখ তুলে চেয়ে বন্ধুসুলভ হাসি হাসল থমাস। 'ওদিকে কি আছে?' মাথা হেলিয়ে পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করল সে।

থমাস যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে অন্তগামী সূর্যের আলোয় কিছু অদ্ভুত আকারের লালচে পাহাড়ের চূড়া আর মাল-ভূমি ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ম্যালকম হার্ট জবাব দিল। 'ওদিকে বুনো বিজ্ঞান এলাকা ছাড়া কিছুই নেই। সম্ভবত ওটা পৃথিবীর সবথেকে রক্ষ এলাকা।

কিছু রক্তপিপাসু ইণ্ডিয়ান ছাড়া আর কেউ ওখানে বাস করে না।

‘কেউ না?’

‘না।’

‘পানি আর ঘাস কেমন?’

‘হয়ত কিছু থাকতে পারে। কে জানে?’

‘ভাবছি আমি ওখানেই যাব। তাহলে ওদিকে যখন লোকজন আসবে তাদের জন্যে একটা আশ্রয় থাকবে। সাধারণত মানুষ গরমে ঘেমে ক্লান্ত হয়ে পৌঁছবে—ওদের আমি ঠাণ্ডা পানি, টাটকা গরুর মাংস আর সবুজের সমারোহ দিয়ে আপ্যায়ন করব।’

‘ওই চেষ্টা করাটাও পাগলামি হবে,’ বলল ম্যালকম। ‘কোন সাদা মানুষ ওখানে কিছুতেই টিকতে পারবে না—ইণ্ডিয়ানরা যদি থাকতে দেয় তবুও পারবে না।’

হো হো করে হেসে উঠল নাইট। ‘ওরা আমাকে থাকতে ঠিকই দেবে; আর আমার মনে হয় দৃঢ় সঙ্কল্প থাকলে মানুষ পৃথিবীর সবখানেই বাস করতে পারে।’ একটা ফোলা স্যাডল-ব্যাগের ওপর চাপড় মারল সে। ‘জান এটাতে কি আছে? চেরির বীজ! যেখানে শেষ পর্যন্ত থামব সেখানেই আমি চেরি গাছ বোনার ইচ্ছা রাখি। সারা ছনিয়ায় এরচেয়ে ভাল ফল আর নেই। এইজন্যেই লোকে আমাকে চেরি নাইট বলেও ডাকে। চলার পথে যেসব গাছ আমি বুনেছি তা দেখেই যেকোনো আমাকে দেশের একমাথা থেকে অন্যমাথা পর্যন্ত ট্রেইল করতে পারবে।’

ম্যালকম হার্ট লোকটা খুব ঝগড়াটে। থমাস নাইটকে তার মোটেও পছন্দ হয়নি। নাইট পৌছানর আগে সে-ই এই এলাকার সবথেকে শক্তিশালী লোক বলে পরিচিত ছিল, এবং এখনও সে নিজেকে তাই মনে করে। বিশাল লোকটার সহজ হাসি-খুশি ব্যবহার ওর গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। ‘তুমি যদি স্বেচ্ছায় ওখানে যাও, তাহলে তুমি একটা আশু-বোকা!’ উদ্ধত স্বরে বলল হার্ট।

‘বদমাশ হওয়ার চেয়ে বোকা হওয়া অনেক ভাল,’ বলল থমাস। এখনও হাসছে সে, কিন্তু ওর চোখ ছটো মনোযোগের সাথে ম্যালকমকে যাচাই করে দেখছে।

গোলমাল পাকাবার জন্যে তৈরি হয়ে উঠে দাঁড়াল হার্ট। ‘আমাকে কি নামে ডাকলে তুমি?’

ম্যালকম হার্ট যে সিঁড়ির ওপর বসেছিল, এগিয়ে তারই গোড়ায় এসে দাঁড়াল থমাস। ‘বন্ধু,’ শান্ত স্বরে হাসি মুখেই বলল সে, ‘আমি তোমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলিনি, কিন্তু যদি মনে কর তোমার ঠিক নাম ধরেই ডেকেছি, তবে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসতে পার।’

অস্থির বোধ করছে ম্যালকম। বিশাল লোকটার আত্মবিশ্বাস আর সহজ ভঙ্গিতে চলাফেরা দেখে মনেনমনে সাবধান হল সে। ‘তোমার কথার কোন মানেই হয় না!’ উত্যক্ত স্বরে বলল হার্ট। ‘ব্যাপারটা কি? তোমার কি মাথায় দোষ আছে?’

ছ’হাত কোমরে রেখে হাসল থমাস। ‘ওই প্রশ্নে ছ’রকম মতামত রয়েছে—কেউ বলে আছে, কেউ বলে নেই। আমি নিজেও

কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। তবে আর যা-ই হোক, আমি পণ্ডিত লোক নই।

‘মিসৌরিতে একজন লোক আমাকে পাঁচটা বই দিয়েছিল; আমি তখন খুব ছোট। সে বলেছিল, “বাছা, এই বইগুলো রাখ—সময় মত পড়ে ফেলো। পড়া শেষ হলে আবার পড়বে, তারপর ওই বিষয়বস্তু নিয়ে ভাববে। এরপর বইগুলো আর কাউকে দিয়ে দিও। দিয়ে দেয়ার পরেও দেখবে বই-এর অনেক কিছুই সারা জীবনের জন্যে তোমার সাথে রয়ে যাবে। আমি তোমাকে যা দিলাম, মানুষ মানুষকে এরচেয়ে বড় উপহার আর কিছু দিতে পারে না।”’

থমাস নাইট বিরাট বৃট শুদ্ধ একটা পা সিঁড়ির ওপর রাখল। ‘সবক’টা বই ছ’বারের বেশিই পড়েছি আমি। ওর একটা ছিল বাইবেল। ধর্মপ্রাণ না হলেও বইটা পড়তে সবার কাছেই ভাল লাগবে। একটা ছিল শেঞ্জপীয়ারের কবিতা। প্রথমবার পড়ে ওটার বেশিরভাগই আমার কাছে অবোধ্য ঠেকেছিল, কিন্তু তৃতীয়বার পড়ার পর সব খাপে-খাপে মিলে গেল। ব্ল্যাকস্টোনের লেখা একটা আইনের বইও ছিল। বিভিন্ন আইডিয়া আর নিয়ম-কানুন নিয়ে ওটা লেখা। আমার কাছে বইটা বেশ যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়েছে। মানুষ সমাজে সবার সাথে মিলেমিশে কিভাবে শান্তিতে বাস করতে পারে, এসবই ওতে লেখা ছিল। বাকি ছোটোর লেখক প্লেটো আর চার্লস ডিকেন্স।

‘বইগুলোর কোথাও এমন ইঙ্গিত ছিল না যে আমার মাথা খারাপ কিংবা এমন কথাও লেখেনি ওরা যে আমি জ্ঞানী।’

একটু থেমে আবার সরলভাবে হাসল থমাস। ‘তাই মিছে ওসব চিন্তা আমি বাদ দিয়েছি।’

সিঁড়ি দিয়ে উঠে স্টোরে ঢুকলো নাইট। ওর দিকে চেয়ে থাকল ম্যালকম। ধুলোর ওপর খুঁ ফেলল সে। কেমন ধারা লোক ওটা?

সিঁড়িতে বসা টম হ্যাকার চোখের কোণ দিয়ে ধূর্ত চাহনিতে ম্যালকমের দিকে তাকাল। ‘লোকটা বিশাল সন্দেহ নেই,’ মন্তব্য করল সে।

‘সাইজ দেখে কি মানুষকে বিচার করা যায়?’ ক্ষুব্ধ স্বরে বলল হার্ট।

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক হ্যাকার হাসল। ‘ঠিক বলেছ! একেবারে আমার মনের মত কথা!’

দয়ঙ্গা খুলে বেরিয়ে এল নাইট। একশো পাউণ্ডের ছটো ময়দার বস্তার একটা ওর বগলে, অন্যটা হাতে। খচ্চরগুলোর কাছে গিয়ে বস্তু ওদের পিঠের সাথে বেঁধে দিল। তারপর করালে গিয়ে প্যাক-স্যাডল শুদ্ধ তিনটে ঘোড়া এনে দোকান থেকে সাপ্লাই কিনে ঘোড়ার পিঠে বোঝাই করল।

ম্যালকমের মনে হচ্ছে ওই লোকটার কাছে সে যেন ঠকে গেছে—কিছুই ভাল লাগছে না ওর। অসন্তুষ্ট মনে সে ঘোড়ার পিঠে থমাসের মাল তোলা দেখছে। ‘কিছু মরমন ওখানে বসবাস করার চেষ্টা করেছিল, ইণ্ডিয়ানরা ওদের দাবড়ে দিয়েছে। গ্রীনের ছেলেরা কিছু গরু নিয়ে গেছিল—ওরা মারা পড়েছে। তুমি একা ওখানে গিয়ে কিছুই করতে পারবে না। গ্রীনরা ছয়-সাতজন

ছিল।

‘তাছাড়া তুমি ওখানে কিভাবে পেট চালাবে?’ যুক্তি দেখাল ম্যালকম, ‘ধর তোমার চেরি গাছ যদি বড়ও হয়, ওগুলো কোথায় বিক্রি করবে?’

ভরাট গলায় হাসল নাইট। ‘কেন, আমার চিন্তা কি? ঈশ্বরই আমাদের সব দেবে। যখন লোকজন আসবে তারা দেখবে কেমন সুন্দর ফুলে-ফলে ভরা বাগান গড়ে তুলেছি আমি। ইঞ্জিয়ানরা যদি আমাদের মেরেও ফেলে তবু গাছগুলো থাকবে। আমার মতে যে গাছ লাগায় সে ঈশ্বরের বন্ধু। গাছে ফল না ধরলেও গ্রীষ্মের গরমে পারশ্রান্ত লোক ছায়া তো পাবে?’

‘তুমি স্কাই পায়লটদের (ধর্মযাজক) মত কথা বলছ,’ মুখ বাঁকাল হার্ট।

‘কিন্তু আমি তা নই। গোঁড়া ধার্মিক বা জ্ঞানী লোকও নই। যে আমাদের বই দিয়েছিল সে বলেছিল, “বাছা, তুমি কতগুলো বই পড়লে সেটা বড় কথা নয়, তুমি বই থেকে কি পেলে সেটাই আসল। বইগুলো পড়, দেখবে জীবন, মৃত্যু বা মানুষ, কারও মোকাবিলা করতেই তখন আর তুমি ভয় পাবে না।” দেখলাম ওই লোকের কথা মিথ্যা নয়।’

‘পিউটে ইঞ্জিয়ানরা আক্রমণ করলে এসব শুকনো কথায় কাজ হবে না!’ ব্যঙ্গ করল ম্যালকম।

আবার হাসল নাইট। ‘কথায় কাজ না হলে আমার বিশ্বাস এতে নিশ্চয় ফল পাবে।’ ধুলোর ওপর থেকে একটা ছইস্কির খালি বোতল তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে। বোতলটা

নামতে শুরু করলে বাট করে খাপ থেকে পিস্তল বের করে গুলি করল। প্রথম গুলিতে ওটা ভাঙল। পরের দুটো গুলিতে বোতলের ভাঙা টুকরা আরও ছোট টুকরোয় পরিণত হল।

বিস্মিত ম্যালকম হার্ট ধপ করে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল। ওর পটটা কেমন গুলিয়ে উঠছে। যে লোক এমন গুলি করতে পারে তারই সাথে কিনা সে লাগতে গেছিল।

বড় খচ্চরটার পিঠে উঠে বসল থমাস নাইট। বলিষ্ঠ জন্তুটা পিঠের ভারি ওজনে কেবল একটু লেজ নাড়ল। ‘আমার ওখানে বেড়াতে এস,’ নিমন্ত্রণ জানাল নাইট। ‘যেখানে সবুজ দেখবে, বুঝবে আমি সেখানেই থাকি। আমাদের কিছু সময় দিলে দেখবে আমার গাছের চেঁরিতে পাক ধরেছে।’

‘লোকটাকে মরণ টেনেছে,’ তিক্তভাবে বলল ম্যালকম।

‘হয়ত,’ স্বীকার করল টম, কিন্তু ইঞ্জিয়ানরা এমন নির্ভীক লোকই পছন্দ করে।’

ওরা পশ্চিম ট্রেইলের দিকে চেয়ে থেকে নাইটের যাওয়া দেখল। রাস্তা পার হওয়ার জন্য জেসিকাকে পথ ছেড়ে দিতে কেবল একবার থেমেছিল সে। মেয়েটা ওপাশের বাড়ি থেকে এক কাপ চিনি আনতে যাচ্ছিল—অস্তুত সে পরে তাই বলেছিল।

জেসিকার সাথে লোকটাকে কথা বলতে দেখল ওরা। বুড়ো হাড়ির কাছ থেকে ঠিক হুবহু কি কথা হয়েছে তা ওরা জানতে পেল।

পথ দেয়ার জন্যে থেমে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে মাথার হ্যাট নামাল নাইট। ‘শিল্লের আগে সৌন্দর্য, ম্যাম। তুমি আগে যাও, নইলে

আমার ওড়ান ধুলো পড়ে তোমার অপরূপ ডাগর চোখ ছটো উজ্জলতা হারাতে পারে।’

মুখ তুলে সন্নিহিত চোখে থমাস নাইটের দিকে তাকাল জেসিকা।

‘আমার নাম থমাস নাইট,’ পরিচয় দিল সে। ‘কিন্তু লোকে আমাকে চেরি নাইট বলে ডাকে। কোথাও থামলেই আমি চেরি গাছ বৃনি কিনা—তাই। আমার নাম তো বললাম; তোমার নামটা কি?’

‘জেসিকা,’ জবাব দিল সে। ওর চোখ ছটো সপ্রশংস দৃষ্টিতে থমাসের চওড়া বুক আর বলিষ্ঠ কাঁধের ওপর স্থির হল। ‘এই পথে ওদিকে কোথায় যাচ্ছ তুমি?’

‘হিক্র কিশোরদের মত বুনো এলকায় যাচ্ছি,’ বলল সে। ‘কিন্তু আমি ফিরব। তোমার জন্যেই ফিরব, জেসিকা, আর তুমি বাইবেলের রুথের মত আমাকে বলবে, “তুমি যেখানে যাও, আমি যাব; তুমি যেখানে থাক, আমি থাকব, তোমার লোক-জনই হবে আমার লোক; আর তোমার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর।”’

শাস্ত চোখে থমাসকে খুঁটিয়ে দেখল জেসিকা। মেয়েটার বয়স সতের—অপূর্ব সুন্দরী। ওর সোনালী চুল রোদে ঝলমল করছে। চোখ ছটো বাদামী। এমন রূপসী মেয়ে আর ওই এলাকায় ছটো নেই। কিন্তু মেয়েটা এখনও কাউকে মন দেয়নি। ‘তাই নাকি? কথায় তো দেখছি তুমি বেজায় পটু। আর কি আছে তোমার?’

‘ছটো হাত আর একটা হৃদয়। আর কি চাই?’

‘একটা মাথাও দরকার,’ সংযত স্বরে বলল জেসিকা। ‘এখন

তুমি নিজের পথে যাও, আমার কাজ আছে।’

‘ভাল বলেছ।’ হ্যাটটা মাথায় পরে নিল নাইট। রাস্তা পার হয়ে জেসিকা বুড়ো হাড়ির দরজায় পৌঁছেলে সে আবার বলল, ‘এখনকার মত বিদায়, জেসিকা—তোমার গভীর ভালবাসা আর সমঝোতাই আমার একান্ত কাম্য।’

দরজায় দাঁড়িয়ে থমাসকে ট্রেইল ধরে অদৃশ্য হতে দেখল জেসিকা। ট্রেইলটা নেহাতই আবছা, কারণ ওই পথে মানুষের যাতায়াত খুব কম। যারা যায় তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ফিরে আসে।

‘লোকটা কে?’ হাড়িকে প্রশ্ন করল জেসিকা ওফ্লিন। ‘ওকে আগে কখনও দেখিনি।’

‘নতুন এসেছে,’ জবাব দিল বুড়ো। ‘কিন্তু লোকটা বিশাল। এমন শক্তিশালী লোক কমই চোখে পড়ে।’

বারান্দা পেরিয়ে চিনি আনার জন্যে ঘরের ভিতরে ঢুকল মেয়েটা। অবাক কাণ্ড : ভাবল হাড়ি। ওর মা কয়েক দিন আগেই পুরো এক ব্যারেল চিনি কিনেছে বলে সে জানে। কথাটা রাষ্ট্র হতে সময় লাগল না। মেয়ে-পুরুষ দুই মহলেই এ নিয়ে আলোচনা হল। অনেকে জেসিকাকে আলাবার জন্যে ঠাট্টা মস্করাও করল—কিন্তু মেয়েটা নিরুত্তর।

একেএকে ছ’মাস কেটে গেল। একদিন তিনজন রাইডার সহ স্টাড পেলি এসে হাজির হল। ওরা পশ্চিমের রুক্ষ এলাকা পেরিয়েই এসেছে। জেসিকা আর ডন ওফ্লিনের সাথে বসে আলাপ করছে পেলি। কথার ফাঁকে সেলাই করছে মেয়েটা।

‘ওদিকটা একেবারে বুনো এলাকা,’ বলল স্টাড, ‘কিন্তু ওই বিজ্ঞান এলাকার একেবারে মাঝখানে আমরা থমাস নাইটের দেখা পেলাম। লোকটা তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। এবং জানাতে বলেছে সে আর একটু গুছিয়ে উঠতে পারলেই তোমাকে নিতে আসবে।’

জেসিকার চোখ দুটো ঝলে উঠল, কিন্তু মুখে কিছুই বলল না সে। ওর বাবা ডনের সাথে গল্প করে চলল স্টাড। সেলাই করতে করতে নীরবে কথা শুনছে ও।

‘ওই উপত্যকাটা যে কিভাবে বদলেছে কল্পনাই করতে পারবে না তুমি,’ বলে চলল স্টাড। ‘প্রায় একশো একর জমি চাষ করে কর্ন আর গুট বুনছে থমাস। ওর লাগান হুশো চেরি গাছে ফল ধরেছে। গ্রীনের ছেলেরা যে গরুগুলো খুইয়েছিল সেগুলোকে উদ্ধার করেছে সে। মরমনরা চাষের জন্যে যেসব খাল কেটেছিল সেগুলোই ব্যবহার করছে ও। অনেক খড়গ কেটে গরুর জন্যে জমা করেছে থমাস।’

‘আরও আশ্চর্যের কথা, পাথর দিয়ে সে একটা বাড়ি তৈরি করেছে। এত চমৎকার বাড়ি আমি এদেশে দেখিনি। সত্যি, লোকটা খাঁটতে পারে বটে।’

‘ইন্ডিয়ানদের খবর কি?’ প্রশ্ন করল ওফ্লিন।

‘সেটাই আশ্চর্যের বিষয়—ইন্ডিয়ানরা ওর সাথে কোন ঝামেলাই করে না। ওখানে পৌঁছেই প্রথমে ইন্ডিয়ানদের ক্যাম্প গিয়ে ওদের চীফ আর কিছু বয়স্ক লোকের সাথে লম্বা আলাপ-আলোচনা করেছিল থমাস। এরপর ওর কোনো ঝামেলাই

হয়নি।’

কথাটা থমাস নাইটের কানে গেলে মস্তব্যটা সত্যি নয় বলেই জানাত সে। যেসব ইন্ডিয়ান কাছাকাছি থাকে তারা কোন গোল-মাল করেনি, এটা ঠিক। সেও ওদের বিরক্ত করেনি। কিন্তু ইন্ডিয়ান ওয়ার পার্টির কথা ভিন্ন। পিউটেদের একটা দল ওই এলাকায় এসেছিল। ওরা অন্য ইন্ডিয়ানদের ঘোড়া চুরি করছিল। থমাস ওই সময়ে ওয়াটার হোলের কাছে কতগুলো পাথরের আড়ালে ছিল।

কপাল গুণে সে যখন ইন্ডিয়ানদের দেখতে পায় ওরাও ঠিক সেই সময়েই ওকে দেখে। সময় মতই পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিতে পেরেছিল নাইট। গুলি করে সবথেকে কাছের ইন্ডিয়ানটাকে জিন থেকে ফেলে দিল সে। বাকি সবাই চট করে মাটিতে শুয়ে পড়ল। নিজের মিউলটাকে পাথরের আড়ালে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে রেখে উইনচেস্টার তৈরি রেখে পিস্তলে গুলি ভরে নিল থমাস।

লম্বা ছপুর ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলল। নাইটের ওয়াটার হোল ছাড়া পনের মাইলের মধ্যে আর কোথাও পানি নেই। পিউটে-রাও কথাটা জানে। থমাসের পানি আছে, কিন্তু ওদের নেই।

হঠাৎ একযোগে ছুটে এসে আক্রমণের চেষ্টা করল ওরা। থমাস স্থির রইল। ওরা আরও কাছে এলে একজনকে গুলি করে ফেলে দিল সে। রাইফেল ঘুরিয়ে দ্বিতীয় গুলিটা মিস করল। সেই সাথে ইন্ডিয়ানরা লুকিয়ে পড়ল।

পাঁচজন অবশিষ্ট রয়েছে। এন্টা শকুন আশা নিয়ে মাথার ওপর

আকাশে চক্রর কাটছে। হঠাৎ পাথরের আরও ভিতরে সরে গেল থমাস। সময় মতই সরেছিল। একজন যোদ্ধা পাথরের আড়াল থেকে ছুরি হাতে ওর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চট করে হাত তুলে ছুরি ধরা হাতের কজ্জি ধরে ওকে তুলে পানির দারে ছুঁড়ে ফেলল নাইট।

পিস্তল তাক করল সে। ইন্ডিয়ানটা মুখ তুলে চেয়ে নিজের বাঁচার সম্ভাবনা বিচার করছে। 'মোটোও ভাল না,' বলল নাইট। 'তুমি,' ইঙ্গিত করল সে, 'পানি খাও।'

ইতস্তত করছে লোকটা। 'খাও বলছি!' এবার লোকটা পানি খেল, তারপর আবার।

'এবার উঠে পালাও। তোমার সঙ্গীদের বলো ওরা যেন ঝামেলা না করে। আমি কোন ঝামেলা চাই না। তোমরা যদি আমার একটা গরুও চুরি কর তবে তোমাদের খুঁজে বের করে প্রত্যেককে আমি হত্যা করব।' লোকটা তার কথা কতটুকু বুঝল বোঝা গেল না। 'এবার যাও।' বলল সে।

ওরা চলে গেল। বিশাল লোকটাকে আর ঘাঁটাতে চায় না ওরা।

নিজের কাজে মন দিল। আরও গাছ লাগাতে হবে, সজ্জি বাগানে বেড়া দেয়া আর শস্য ধ্বংসকারী খরগোসের জনো ফাঁদ তৈরি করা বাকি রয়েছে।

চারদিন পর সে দেখল তার কিছু গরু খোয়া গেছে। যেন ইন্ডিয়ানবা ওকে বাজিয়ে দেখছে। ট্র্যাক অনুসরণ করে ওদের ক্যাম্পে হাজির হল থমাস। ভরপেট খেয়ে সবাই ঘুমাচ্ছে—

ওরা ধারণা করেছিল একা একজন লোক কিছুই করতে পারবে না।

বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকল সে। ওদের রাইফেলগুলো নিয়ে একজনের পিস্তল নেয়ার সময়ে লোকটা চোখ খুলল। ওর চোখ জোড়া থমাসের মুখের ওপর স্থির হয়ে আটকে রয়েছে। চিৎকার করার উপক্রম করতেই মাথায় পিস্তলের বাড়ি খেয়ে লোকটা নীরবেই জ্ঞান হারাল।

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ওদের ঘোড়াগুলো নিয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল থমাস। আশ্চর্যের ব্যাপার, এত কিছুর পরেও ওদের কারও ঘুম ভাঙল না। হয়ত লুট করে কোথাও কিছু হুইস্কি পেয়েছিল, তাই খেয়েই এখন বেঘোরে ঘুমাচ্ছে।

এক বোঝা কাঠ নিয়ে ওদের আগুনে চাপাল থমাস। পটপট শব্দে আগুন ধরে উঠতেই ওদের ঘুম ভাঙল। পিস্তল হাতে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে চেঁরি নাইট।

ওরা ওঠার চেষ্টা করছে দেখে ধমক দিল সে। 'না! চুপ করে বসে থাক।'

থমাসের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। সবাই কঠিন মানুষ, কিন্তু ওদের মধ্যে একজন বয়স্ক লোকও আছে। 'গোলমাল নয়,' বলল থমাস। 'আমি কোন ঝামেলা চাই না! ওগুলো আমার গরু, সবই আমার। তোমরা এখন যাও, আর ফিরে এস না।'

বয়স্ক লোকটা মুখ তুলে চাইল। 'তুমি বলেছিলে আমরা তোমার গরু নিলে সবাইকে মেরে ফেলবে।'

‘আমি হত্যা করতে চাই না। হোয়াইট স্টোন কাফ্ আমার বন্ধু। তোমরাও আমার বন্ধু হতে পার।

‘বলেছিলে মারবে। আমাদের খুন করবে তুমি?’

‘পারি। কিন্তু তেমন ইচ্ছা আমার নেই। আমি গাছ বুনী— শস্য ফলাই। যদি ইণ্ডিয়ান কেউ ক্ষুধার্ত থাকে, আমি তাকে খাওয়াব। কেউ অসুস্থ হলে আমি তাকে ভাল করার চেষ্টা করব। কিন্তু যদি আমার শস্যের ক্ষতি করে, গরু-ঘোড়া চুরি করে, বা আমাকে আক্রমণ করে, তাকে আমি মেরে ফেলব। কিছু লোক এর মধ্যেই মরেছে, আমাকে বোঝার আগে আর কতজন মরবে? ‘আমরা যাচ্ছি,’ ইণ্ডিয়ান বয়স্ক লোকটা বলল। ‘কিন্তু তুমি আমাদের ঘোড়া ফেরত দেবে না?’

‘না, দেব না। তোমারা আমার সময় নষ্ট করেছ, তাই তোমাদের ঘোড়াগুলো আমি রেখে দিচ্ছি। আবার এলে আরও ঘোড়া রাখব। তোমরা যাও।’ যদি আবার আস, তবে বন্ধুর মতই এস। নইলে অনুসরণ করে তোমাদের গ্রামে গিয়ে হাজির হব আমি— অনেক লোক মারা পড়বে।’

পরের বছর ওই এলাকায় ছবার আক্রমণ এসেছে, কিন্তু ছবারই থমাসের জমি এড়িয়ে চলেছে ওরা। শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ল। গভীর তুষারে ঢেকে গেল সব। ক্যানিয়নে বইছে বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস। এই সময়ে ওদের গ্রামে গিয়ে হাজির হল থমাস। সবাই ওকে লক্ষ্য করছে।

গরুর অর্ধেকটা মাংস আর এক বস্তা ময়দা নিয়ে এসেছে সে। বয়স্ক যে লোকটার স্থানে ওর কথা হয়েছিল, তার সামনে গিয়ে

খাবারগুলো লোকটার পায়ের কাছে তুষারের ওপর ফেলল। ‘গোলমাল চাই না,’ বলল সে। ‘আমি বন্ধু।’

ফিরে এলো নাইট। ওরা চেয়ে চেয়ে দেখল।

স্টাডপেলি আবার ডন ওফ্রিনের বাসায় থামল। ‘কিছু স্টক কিনতে নাইটের কাছে গেছিলাম। ওর থেকে পঞ্চাশটা ভাল গরু কিনেছি। মনে হয় ওর কাছে কম করে হলেও তিনশো বাছুর রয়েছে। দুধ দোয়াবার জন্যে কিছু গরু সে রেখেছে।’

‘কি বললে? দুধেল গরু?’ অর্থাৎ হল ডন। ‘রকিজের পশ্চিমে কোন পুরুষ দুধ দোয়ায় বলে আমি শুনি নি।’

‘ও তাই করছে।’ আড়চোখে জেসিকার দিকে তাকাল পেলি। ‘বলছিল মেয়েরা নাকি দুধের গরু খুব পছন্দ করে। দুধ থেকে খাঁটি ক্রীম আর মাখন পাওয়া যায়। আভেনে বেক করতে যারা ভালবাসে তাদের জন্য এতে দারুণ সুবিধা।’

কথাগুলো যেন শুনতেই পায়নি এমন ভাব দেখিয়ে সেলাই করে চলল জেসিকা।

‘ওর চেরি গাছগুলো বড় হয়েছে, চমৎকার দেখায়। লম্বা সারিতে ওগুলো লাগান হয়েছে। রান্না করার জন্যে তরি-ওর-কারির একটা বাগানও সে করেছে। বোঝা যায় ওর স্যাডল-বাগের ভিতর নানান ধরনের বীজই ছিল। রাজার হালে খাওয়া-দাওয়া করে থমাস। কর্ন, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি, গাজর, পেঁয়াজ ছাড়াও আরও অনেক কিছু। অল্পবিস্তর সোনাও পেয়েছে ও।’

থমাসের সোনা পাওয়ার খবরটা ম্যালকমের বুকে শেলের

মতই বিধল। শেষ পর্যন্ত ওই আধিপাণলা লোকটাই কিনা সোনা পেল! পাওয়া তো দূরের কথা, ওখানে সোনা খোঁজার কথাই কেউ ভাবেনি। থমাস নাইটের উন্নতির কথা শহরে যত ছড়াচ্ছে ম্যালকম হার্টের হার্ট ততই বিদ্রোহে পুড়ছে। নাইটের সফল হওয়া সে কিছুতেই সহ করতে পারছে না।

বেশ রাতে জেরল্ড আর গ্রেগের সাথে মিলিত হল ম্যালকম। 'থমাস নাইটের কাছে সোনা, ঘোড়া, গরু আর কিছু ক্যাশ টাকাও আছে। পেলির কাছে গরু বিক্রি করেছে ও—সব মিলিয়ে মোট ছ'তিন হাজার ডলার হবে,' বলল হার্ট।

'কাজটা কিভাবে সারবে বলে ভাবছ?' প্রশ্ন করল জেরল্ড।

'কোন ঝুঁকি নেব না। ওত পেতে বসে ওকে আমরা গুলি করব। ওখানে সে ছাড়া আর কেউ নেই। সবাই ভাববে ওটা ইণ্ডিয়ানদের কাজ।'

ভোর বেলাই ঘোড়া নিয়ে শহর ছেড়ে বেরোল ওরা। স্টাড পেলি ওদের পশ্চিমে যেতে দেখে ওফ্রিনের বাসায় গিয়ে হাজির হল। 'সোনার কথাটা বলা আমার ঠিক হয়নি,' বলল সে। 'ম্যালকম, জেরল্ড আর গ্রেগকে শহর থেকে বেরিয়ে ঘুরে পশ্চিমের পথ ধরতে দেখলাম।'

'তোমার কি মনে হয় ওরা নাইটের উদ্দেশ্যই রওনা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ওফ্রিন।

'আর কোথায়? নাইটকে দেখতে পারে না ম্যালকম। আর ও যে কেমন লোক তা আমরা সবাই জানি।'

বসে সেলাই করছিল জেসিকা। একবারও মুখ তুলে চাইল

না। আড়চোখে ওর দিকে তাকাল পেলি। 'তোমাকে দেখে মোটেও উদ্ভিগ্ন মনে হচ্ছে না,' মন্তব্য করল সে।

মুখ তুলে সে জবাব দিল, 'হৃদিস্তার কি আছে? কেউ যদি নিজের ভাল-মন্দ নিজে দেখতে না পারে তবে তার কি দাম?'

'হ্যাঁ, ভাল কথা,' ওর দিকে চেয়ে হাসল পেলি। 'ও তোমাকে ট্রুসোউ (Trousseau—সাদা সূতার নক্সা করা মেয়েদের বিয়ের সাদা পোশাক) তৈরির কাজ শুরু করতে বলেছে।'

দপ করে স্বলে উঠল জেসিকা। 'সে কি আমাকে বোকা মনে করে?'

তিনদিন পেরিয়ে গেল, জেসিকার মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন দেখা গেল না। বুড়ো হাড়ির চোখকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না, কিন্তু সেও মেয়েটার দিকে আট-নয়বার ফুলগাছে পানি দেয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করল না। তবে গাছে পানি দেয়ার সময়ে প্রতিবারই হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে পশ্চিম দিকে সে কি যেন দেখে। কিন্তু শূন্য ট্রেইল আর গাঢ় লাল পাহাড় ওকে কোন সঙ্কেতই দেয় না।

বেশি বড়াই করে ম্যালকম, আর গ্রেগ একটা ভীতু। কিন্তু জেরল্ড একজন অভিজ্ঞ আউটল এবং গরুচোর। কয়েকজন মানুষও সে খুন করেছে।

ম্যালকম চেয়েছিল ওরা লুকিয়ে থেকে অ্যামবুশ করে নাইটকে হত্যা করবে—কিন্তু জেরল্ড বাস্তববাদী। 'লোকটা নিশ্চয় সোনা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, আমরা ওভাবে কোনদিনই তা খুঁজে পাব না।'

‘তাহলে বন্দী করে কথা বের করার চেষ্টা করলে কেমন হয়?’
অর্ধৈর্ষ্য হয়ে উঠল জেরল্ড। ‘বোকার মত কথা বল না! ওই
টাইপের মানুষ কিছুতেই মুখ খুলবে না।’

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল কাজটা ওইভাবেই হাসিল করতে হবে।
থমাস নাইটকে পানি আনতে যেতে দেখে ছুপিছুপি বাড়ির কাছে
গিয়ে অপেক্ষায় রইল। পানি ভরে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই রাই-
ফেলের নল থেকে একটা আলোর ঝিলিক থমাসের চোখে পড়ল।
কিন্তু ওর সাথে কোন অস্ত্র নেই।

বেশ বড় একটা টার্গেট থমাস, এবং সে বোকা নয়। ওই
লোকগুলো প্রথমে তার সব কিছু লুট করে তারপর ওকে মারবে।
ওদের যদি কেবল হত্যা করার উদ্দেশ্যই থাকত তাহলে এতক্ষণে
সে নিশ্চয় মারা পড়ত। দ্রুত, ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবল চেরি।
তাকে না মারার একটাই কারণ থাকতে পারে—ওরা জানতে চায়
সোনা কোথায় আছে।

বাড়ির দিকে এগোল নাইট। ওরা তিনজনই আড়াল থেকে
বেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। একেএকে সবাইকে
দেখল থমাস। এক নজরেই বুঝল ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক
আর যুক্তিসঙ্গত লোক হচ্ছে জেরল্ড। গ্রেগ একটু পিছিয়ে আছে—
হয় সে অতি সাবধানী, নয়ত কাপুরুষ। ম্যালকম যে তাকে পছন্দ
করে না এটা সে আগে থেকেই জানে।

‘হাওডি, জেন্টস! এতসব অস্ত্র কিজন্যে? শিকার করছ?’

‘হ্যাঁ, তোমাকে শিকার করতে এসেছি,’ জানাল ম্যালকম।

‘খুঁকি নিয়ে তোমরা অনেক দূর এসেছ সামান্য একটু লাভের

আশায়,’ বলল সে।

‘সোনা কোথায়, নাইট?’ প্রশ্ন করল জেরল্ড। ‘জানাতে ছুঁ-
পক্ষেরই অনেক ঝামেলা মিটে যায়।’

‘সম্ভবত, তবে ঝামেলার তোয়াক্কা আমি কখনোই করিনি।
মাঝেমাঝে স্বাদ বদলানর জন্যে ওটা বরং ভালই লাগে। এতে
মানুষের ধার বাড়ে।’ কোনভাবে যদি ওদের নাগালের মধ্যে
পাওয়া যায়—

দরজার দিকে এগোল সে, সাথেসাথে রাইফেলগুলো উচু
হল। ‘দাঁড়াও!’ ম্যালকম গুলি করার জন্যে এক পায়ে খাড়া।

‘বালতিটা আমি ভিতরে নিয়ে রাখতে চাই। এখানে রোদের
মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোন মানে হয় না। আমি নাস্তা
তৈরি করার আয়োজন করছিলাম—তোমাদের আপত্তি না
থাকলে নাস্তা খেয়ে পরে আলাপ করা যাবে। আমার খিদে
পেয়েছে।’

‘আমারও!’ গ্রেগ দরজার দিকে এগোল।

‘গ্রেগ,’ জেরল্ড বলল, ‘তুমি ভিতরে ঢুকে ওর অস্ত্রগুলো
ঘরের এক কোনায় নিয়ে রাখ। লোকটা যখন আমাদের নাস্তা
খাওয়াতে চাইছে; তাই হোক। খিদে আমারও পেয়েছে।’

ভিতরে ঢুকল গ্রেগ। নাইট জানে লোকটা কি করছে—ওর
গতিবিধি পুরোই ঝাঁচ করতে পারছে সে। কিছুক্ষণ পরেই ঘরের
দরজায় ওকে দেখা গেল। ‘ঠিক আছে, একটা উইনচেস্টার আর
ছোট্টো ফোরটি ফোর পিস্তল ছাড়া ঘরে আর কোন অস্ত্র নেই।’

সবাই ভিতরে ঢুকল। বালতিটা নামিয়ে রেখে থমাস নাস্তা
কাউবয়

তৈরি করার কাজে বাস্ত হ'ল। নির্দিষ্ট কোন প্ল্যান ওর নেই।
আঙ্গীকার মত খাবার বানাচ্ছে—আসলে সত্যিই তার বিদে
পেয়েছে।

ওরা তিনজন কামরার উষ্টো পাশে রয়েছে—খুব সতর্ক
আছে জেরল্ড। কয়েকবার বাকি দুজনকে চমকে দেয়ার সুযোগ
পেয়েছিল থমাস, কিন্তু জেরল্ডকে নয়।

‘সোনা আমি পেয়েছি, এটা ঠিক’—কাজ করতে করতে বলে
চলল সে—‘কিন্তু এখনও বেশি বের করতে পারিনি। তোমরা
বেশি তাড়াহুড়ো করে এসেছ, তোমাদের আরও দু'একমাস পরে
আসা উচিত ছিল। এখন তোমাদেরই ক্ষতি হল।’

‘ক্ষতি হবে কেন?’ প্রশ্ন করল ম্যালকম।

‘ক্লেইমটা এখন চিরদিনের মত হারিয়ে যাবে, কারণ আমি
ছাড়া আর কেউ ওটা খুঁজে বের করতে পারবে না। আমাকে
খুন করার পর তোমাদের দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। ওয়্যাগন-
স্টপে মুখ দেখানর সাহস তোমাদের হবে না, তাই খনিতে যে
সোনা আছে সেটা তোমাদের কোন কাজে আসবে না।’

‘আমরা পালাব না,’ বলল গ্রেগ। ‘বলব এটা ইন্ডিয়ানদের
কাজ।’

‘ওতে লাভ হবে না।’ ফ্রাইড প্যানে কিছু মাংস ছাড়ল থমাস।

‘ইন্ডিয়ান সবার সাথেই আমার বন্ধুত্ব। আজ সকালেই ওদের
আসার কথা। ওদের কিছু মাংস আর তামাক দেব বলে আমি
কথা দিয়েছি।’

অস্বস্তিভরে দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল জেরল্ড। পেলি বলে-

ছিল থমাসের সাথে ইন্ডিয়ানদের বন্ধুত্ব হয়েছে। ওরা যদি সত্যিই
আসে, আর কিছু সন্দেহ করে?

লোকটা কি ভাবছে তা বুঝতে পারছে থমাস। ‘এখান থেকে
ছুটে পালাতে গিয়ে তোমাদের ঘোড়াগুলো হয়ত মারাই পড়বে
কারণ ইন্ডিয়ানরা বন্ধু-হত্যার প্রতিশোধ নিতে তোমাদের ধাওয়া
করবে। কঠিন সময়ে আমি ওদের অনেক সহায়্য করেছি।’
কাঁটা-চামিচ দিয়ে প্যান থেকে মাংস তুলল সে। ‘এখান থেকে
কিভাবে পালাবে তোমরা? এই এলাকা ভালভাবে চেনা না
থাকলে ওদের হাত থেকে রেহাই নেই।’

‘দক্ষিণ-পশ্চিমে সোজা অ্যারিজোনা চলে যাব,’ বলল ম্যাল-
কম।

‘বুঝলাম তোমরা এদিককার কিছুই চেন না। মাইলখানেক
গভীর কলোরাডো ক্যানিয়নটা কিভাবে পার হবে?’

মনেমনে নিজেকে গাল দিল জেরল্ড—এতক্ষণে ক্যানিয়নটার
কথা ওর মনে পড়েছে। এখান থেকে উত্তরে আর পূবে সে গিয়েছে,
কিন্তু দক্ষিণে কখনও যায়নি। ওয়্যাগনস্টপ হচ্ছে পূবে, আর
ইন্ডিয়ানরা থাকে উত্তরে। এই প্রথম হুশিস্তা হচ্ছে ওর।

‘তুমি বাইরে গিয়ে পাহারা দাও, গ্রেগ। ইন্ডিয়ানরা আসে
কিনা নজর রাখ।’

‘ইন্ডিয়ানরা একরোখা লোক,’ বলল থমাস। ‘ওদের একজনকে
মারলে সবাই মিলে তোমাদের পিছু নেবে।’

প্লেটে খাবার বেড়ে টেবিলে জেরল্ড আর ম্যালকমের সামনে
রাখল নাইট। ওরা দুজনই খাপ থেকে পিস্তল বের করে প্লেটের

পাশে রাখল। ওটা লক্ষ্য করে আবার আগুনের দিকে ফিরল চেরি।

কার্ঠের গাদার পাশে একটা পুরনো ছালায় পিউটেদের থেকে নেয়া পিস্তলগুলো রাখা আছে। পুরনো কবলে আংশিকভাবে ওটা ঢাকা রয়েছে। কিন্তু ওগুলো কি সবই লোডেড? ভাবছে সে। চট করে হাঁটু গেড়ে বসে একটা তুলে নিলে সেটা যে গুলি-ভরা পিস্তল হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ভাগ্য খারাপ থাকলে দ্বিতীয় সুর্যোগ সে পাবে না।

সাবধানে ছোটো কাপ টেবিলে রেখে কফিপটটা তুলে নিল থমাস। চিলের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কফি ঢালা লক্ষ্য করছে জেরল্ড। কফি ঢালা শেষ হলে ওরা বাম হাতে কফির কাপ তুলে নিল। ঠিক এই সময়ে সুর্যোগ বুকে টেবিলটাকে প্রচণ্ড বেগে ওদের দিকে ঠেলে দিল থমাস। আউটল দুজনের পেটের ওপর বাড়ি খেল টেবিল। জেরল্ড দিশেহারা হয়ে খামচে পিস্তল তুলে নিল—গুলিটা ছাদে গিয়ে লাগল। পিছনের দেয়ালের সাথে ঠেকেছে ওরা। ফুটন্ত কফিতে ওদের গা পুড়ে যাচ্ছে।

লাফিয়ে এগিয়ে ম্যালকমের মুখের ওপর বিরাশি সিক্কা একটা ঘুসি বসাল থমাস। 'ঘট' করে শব্দ তুলে ওর মাথাটা দেয়ালের সাথে ঠুকে গেল। জেরল্ড টেবিলের পিছন থেকে নিজেকে টেনে মুক্ত করে দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে—হাঁপাচ্ছে ও। একটু সামলে উঠেই থমাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। দুজনেই একসাথে মেঝের ওপর আছাড় খেল। ঘুসি চালান জেরল্ড—ঘুসিটা যেন পাথরের চোরালের ওপর পড়ল বলেই মনে হল ওর।

ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে মেঝে থেকে পিস্তলটা তুলে নিল জেরল্ড। থমাস হাত বাড়াল অন্য পিস্তলটার জন্য। তাড়াহুড়ায় প্রথম গুলিটা মিস করল জেরল্ড, কিন্তু দ্বিতীয়টা মিস হল না। বুলেটের ধাক্কা অনুভব করল থমাস। তারপর পান্টা গুলি চালান।

পড়ে গেল জেরল্ড। বাইরে থেকে গ্রেগের ছুটে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে। টলতে টলতে ঘুরে দাঁড়ান নাইট। দরজায় এসে দাঁড়াতেই গ্রেগকে গুলি করল।

চৌকাঠে হেলান দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল গ্রেগ। পুরোপুরি জ্ঞান আছে তার।

'জেরল্ডকে তুমি মেরে ফেলেছ?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ।'

'আর ম্যালকম?'

'ও বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।'

নাইটের দিকে চাইল গ্রেগ। চোখে মিনতি। 'আমি চেষ্টা করেছি, তাই না? ওরা বলতে পারবে না আমি কাপুরুষ—পারবে?'

'যথাসাধ্য চেষ্টা তুমি করেছ, গ্রেগ। চাইলে ওখান থেকেই তুমি পালাতে পারতে।'

'ওদের তুমি সেটা ব'লো। ওদের ব'লো আমি—' গড়িয়ে দরজার বাইরে শক্ত মাটির ওপর পড়ল সে।

ওখানেই মারা গেল গ্রেগ। ভিতরে ফিরে এল চেরি নাইট।

ম্যালকম, জেরল্ড আর গ্রেগ শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ছয়-দিন পর জেসিকা স্টোরে গিয়ে ঢুকল। অনেক সময় নিয়ে কেনা-

কাটা করছে আর নতুন কোন খবর আছে কিনা শোনার জন্যে কান খাড়া রেখেছে। কোন খবর নেই।

হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল। দোকান খালি করে সবাই রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

বড় খচ্চরটার আরোহীকে চিনতে ভুল করার উপায় নেই। ওর পিছনে রয়েছে তিটে ঘোড়া। ছটোর জিন খালি, তৃতীয়টার আরোহী ঘোড়ার সাথে বাঁধা। লোকটার সারা মুখ খেঁতলান আর ফোলা। স্টোরের সামনে এসে থামল চেরি নাইট।

‘ওরা আমাকে মারার উদ্দেশ্যে এসেছিল। ছজনকে ওদিকে কবর দিয়ে এসেছি। আমি নিজেও একটা গুলি খেয়েছি, কিন্তু জখমটা সামান্যই। এই লোক—’ম্যালকমের দিকে ইঙ্গিত করল সে—‘ষড়যন্ত্র করে ওদের সাথে নিয়ে গেছিল। ও নিজেকে খুব বড় ফাইটার মনে করে, তাই ওকে আমার বিরুদ্ধে লড়ার সুযোগ দিয়েছিলাম—কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি।’

বারান্দা থেকে নেমে জেসিকা রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে এগোল। আড়চোখে ওকে একবার দেখে সতৃষ্ণ নয়নে সেলুনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মেয়েটার পিছু নিল থমাস। তিরিশটা মাইল পথ সে একটা ঠাণ্ডা বিয়ার খাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই এসেছিল।

লম্বা-লম্বা পা ফেলে জেসিকাকে ধরে ফেলল চেরি। মেয়েটাও ইচ্ছে করে চলার গতি কমিয়ে ছোট-ছোট পা ফেলে এগোচ্ছে। থমাস নাইটের মুখে কথা জোগাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত সে বলল, ‘আমি ফিরে এসেছি।’

‘হ্যাঁ, তাই তো দেখছি,’ ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল জেসিকা।

‘আমরা আজই বিয়ে করে কাল সকালে বাড়ি রওনা হতে পারি। অনেকটা পথ যেতে হবে।’

‘তুমি কি মনে কর আমি বোকা?’ ফেটে পড়ল মেয়েটা। তুমি পেলিকে বলেছ আমার ট্রুসোউ তৈরি শুরু করা উচিত।’

‘সেটা কি আমার বোকামি? জেসিকা, যে মুহূর্তে তোমাকে প্রথম দেখেছি তখন থেকেই তোমাকে আমি ভালবেসেছি।’

‘তুমি আমাকে বিয়ে করবে, জেসিকা?’

‘তুমি আমাকে ট্রুসোউ বানাবার জন্যে ওকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলে,’ পুনরাবৃত্তি করল জেসিকা। ‘তুমি ভাব আমি এতই বোকা?’

‘না, আমি—’

‘আসলে তুমিই বোকা,’ বলল সে, ‘আমি আমাদের প্রথম দেখার দিন থেকেই ট্রুসোউ তৈরির কাজ শুরু করেছি।’

‘উহু, মেয়েরা হচ্ছে—’ একটা উদ্ধৃতি দিতে যাচ্ছিল থমাস।

‘তোমার জন্য এখন আর বহুবচন নয়,’ মিষ্টি স্বরে বলল মেয়েটা। ‘এখন থেকে শুধু জেসিকা!’